সাধারণ গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাসের জাতের তফাত আছো
| বাংলাভাষায় নবীন ধারায় ডিটেকটিভ গল্প-কাহিনীর সৃষ্টিকর্তা শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কোনান ডয়েলের অনুসরণে একটিমাত্র ডিটেকটিভ ভূমিকার অবতারণা। করেছেন তার দীর্ঘদিনের গল্পমালার নায়করূপে। সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর প্রথম
আবির্ভাব হয়েছিল 'সত্যান্বেষী' গল্পে। ব্যোমকেশ পুলিসের চাকরি করেন না,
ডিটেকটিভগিরি তারে জীবিকার্থে নয়, সখের, খেয়ালের। ব্যোমকেশ গুণী বেহালাদার নয়,
নেশাখোরও নয়, সে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বাঙালী যুবক,—শিক্ষিত, মেধাবী,
তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সংযতবাক্, সহৃদয়। তার চরিত্র্যে মনস্বিতা ও গাম্ভীর্য ছাড়া এমন কিছু নেই।
যাতে তাকে সমান স্তরের সমান বয়সের বাঙালী ছেলের থেকে স্বতন্ত্র মনে করতে হয়।
সুতরাং সখের ডিটেকটিভ বাঙালী ছেলে রূপে ব্যোমকেশ বক্সী সম্পূর্ণ সুসঙ্গত ও সার্থক
সৃষ্টি। তার চরিত্রের মতো নামটিও বেশ খাপ খেয়েছে।।
| লব্দপ্রতিষ্ঠ সখের ডিটেটিভরূপে ব্যোমকেশের প্রথম প্রকাশ ছদ্মবেশে 'সত্যান্বেষী
গল্পে। কলকাতার চীনাবাজার (?) অঙলে একদা মাসের পর মাস খুন হচ্ছিল, তাতে

পুলিসের কর্তৃপক্ষ বেশ বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন। একদিকে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট, অন্যদিকে
খবরের কাগজওয়ালারা পুলিসকে ভিতরে-বাইরে খোঁচা দিয়ে আরও অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।
এমন অবস্থায় একদিন ব্যোমকেশ পুলিসের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বললেন,
"আমি একজন বে-সরকারী ডিটেকটিভ, আমার বিশ্বাস আমি এই খুনের কিনারা করতে
পারব।" পুলিস কমিশনারের অনুমতি নিয়ে ব্যোমকেশ সেই অঞ্চলে এক মেসে কিছুদিনের
জন্যে ঠাই নিলেন। মেসের কর্তা ঠাই নেই বলাতে একজন মেসবাসী অনুকম্পা পরবশ হয়ে
নিজের ঘরে স্থান দিয়েছিলেন। সে মেসবাসীর নাম অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সূত্রে
রুম-মেট দু'জনের বন্ধুত্ব-সংযোগ এবং অভেদ্য বন্ধন।
| অজিতের মেসে ব্যোমকেশ এসেছিল ছদ্মনাম নিয়ে—অতুলচন্দ্র মিত্র। দেখে অজিত
অনুমান করেছিল, তাহার বয়স বোধকরি তেইশ-চব্বিশ হইবে, দেখিলে শিক্ষিত
ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়। গায়ের রং ফরসা, বেশ সুশ্রী সুগঠিত চেহারা—মুখে চোখে।
বুদ্ধির একটা ছাপ আছে।"
অজিতের বয়সও তখন ওই রকম, হয়ত এক আধ বছর কম। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের।
পরীক্ষাগুলি শেষ করিয়া সবেমাত্র বাহির হয়েছে। সংসারে

বন্ধন নেই। বাপ ব্যাঙ্কে
টাকা রেখে গেছেন, তার সুদে স্বচ্ছন্দে একলা জীবন কাটানো যাবে। অজিত স্থির
করেছে "কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করিয়া সাহিত্যচর্চায় জীবন অতিবাহিত করবে। তবে
তখন পর্যন্ত সাহিত্যসাধনায় আদি-পর্বের উদ্যোগই চলছিল। অতঃপর ব্যোমকেশের।
তবে এসে সে বান্ধবের চরিত কথার ব্যাসরূপে একেবারে সভাপর্বে অবতীর্ণ হল।
| ব্যোমকেশ থাকত হ্যারিসন রোডের উপর—মনে হয় কলেজ স্ট্রীট ও আমহার্স্ট
স্ট্রীটের মাঝামাঝি কোন স্থানে, নম্বর বলা নেই—একটা বাড়ির তিন তলাটা ভাড়া
নিয়ে। সবসুদ্ধ চার-পাঁচখানা ঘর। সংসারের দ্বিতীয় ব্যক্তি পরিচারক পুঁটিরাম।
ব্যোমকেশের নির্বন্ধ অজিত এসে তৃতীয় ব্যক্তিরূপে অধিষ্ঠিত হল। পুটিরাম সময়মত চা।
করে দেয়। জলখাবার জোগায়। রান্নাবান্না করে। চৌকস কাজের লোক।
| ব্যোমকেশের ফ্ল্যাটের দরজার পাশে পেতলের ফলকে লেখা ছিল।
দু'ছত্র—শ্রীব্যোমকেশ বক্সী / সত্যান্বেষী। সত্যান্বেষী মানে কী জিজ্ঞাসা করায় অজিতকে
ব্যোমকেশ বলেছিল, "ওটা আমার পরিচয়। ডিটেকটিভ কথা শুনতে ভাল নয়, গোয়েন্দা।

শব্দটা আরও খারাপ। তাই নিজের খেতাব দিয়েছি
সত্যান্বেষী।” ব্যোমকেশ পরে যে
মেয়েটিকে বিয়ে করলেন তার নাম সত্যবতী।।
| ব্যোমকেশের ধরন-ধারণ সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোকের
মতোই। তার অসামান্যতার।
পরিচয় সহজে পাওয়া যেত না। “বাহির হইতে তাহাকে
দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া
একবারও মনে হয় না যে, তাহার মধ্যে অসামান্য কিছু
আছে। কিন্তু তাহাকে খোচা দিয়া,
প্রতিবাদ করিয়া, একটু উত্তেজিত করিয়া দিতে পারিলে
ভিতরকার মানুষটি কচ্ছপের মত।
বাহির হইয়া আসে।
| শরদিন্দুবাবুর ডিটেকটিভ কাহিনীর আলোচনায় নেমে তার
ডিটেকটিভ সম্বন্ধেই
সাতকাহন করলুম।
| গল্প-লেখক এবং ডিটেকটিভ-কাহিনী লেখকরূপে
শরদিন্দুবাবুর দক্ষতা প্রথম
গল্পটিতেই প্রকটিত এবং সে দক্ষতা পরে একটুও খর্ব অথবা
ম্লান হয় নি। একঘেয়েমি
কাটিয়ে ডিটেকটিভ গল্প লেখা বেশ দুরূহ ব্যাপার।